72

তারিখ ...03 MAY ...
পৃঃ ৪ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় ছোটো ছোটো নোট বইয়ের রমরমা ব্যবসা ঃ ছাত্রদের নকলের সুবিধা বৃদ্ধি

সৈয়দ শামীম শিরাজী ঃ সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ জেলাসহ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় এখন নকল করার সুবিধাসম্পন্ন ছোট আকৃতির নোট বইয়ের অবৈধ ব্যবসা ব্যাপক প্রসার ঘটছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা নকল প্রবণতায় আগ্রহী হয়ে উঠছে। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জেনেও না জানার ভান করে রহস্যজনক নীরবতা পালন করছে।

কেবল পাস করলেই বিদ্যার্জন হয় না, জ্ঞানার্জনই প্রকৃত বিদ্যার্জন– গুণীজনের এহেন বাস্তব উক্তি এ জনপদে এখন অবাস্তবে রূপ নিচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকেরা আগ্রহী না হয়ে বরং কতিপয় স্বার্থান্বেষী শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে এবং সে উদ্দেশে নকলের সুবিধাজনক ছোট আকৃতির পকেট নোট বই বাজারজাত করছে। নোট বই প্রকাশ করা এমনিতেই নিষিদ্ধ তার ওপর নকলের উপযোগী এহেন নোট বই ছাত্র সমাজকে বিপথগামী করছে। সিরাজগঞ্জ জেলাসহ উত্তর জনপদের প্রতিটি জেলায় এখন এহেন ক্ষুদ্রাকৃতির নোট বইয়ের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে করে এ অঞ্চলে সকল বোর্ড পরীক্ষায় নকল প্রবণতাও বেড়ে চলেছে। প্রকাশ্যে শহর-গ্রামের সকল লাইব্রেরীগুলোতে এহেন নোট বইয়ের এখন জমজমাট ব্যবসা চলছে। ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ায় মনোনিবেশ না করে পরীক্ষার ৫/৭ দিন আগে কেউ কেউ পরীক্ষার আগের দিন এসব নোট বই কিনে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করছে এবং চুটিয়ে নকল করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে এসব দেখার বা বলার কেউ যেন নেই। যার যা খুশী তাই করছে। এসব নোট বই বিক্রি ও তৈরির পেছনে রয়েছে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। অথচ কেউই এর ভয়াবহতা আঁচ না করে অর্থ উপার্জনকে মোক্ষম কাজ ভেবে তা অব্যাহত রেখেছে। এ অঞ্চলের অভিজ্ঞ মহল তাই এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সিরাজগঞ্জ ঃ উত্তরাঞ্চলের প্রতিটি জেলায় এখন নকলের সুবিধার্থে নোট বইয়ের ব্যবসা চলছে। ছবিতে ক্ষুদ্রাকৃতির কয়েকটি নোট বইয়ের দৃশ্য
–ইনকিলাব